সমকাল

তারিখ : 31 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সোনারগাঁয় পুলিশের উপস্থিতিতে সালিশ বৈঠক

প্রতারিত ছাত্রীকে দেড় লাখ টাকায় ম্যানেজ!

■ সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সোনারগাঁয় পুলিশের উপস্থিতিতে সালিশ বৈঠকে প্রতারিত এক ছাত্রীর ইজ্জতের মুল্য ধার্য হয়েছে দেড় লাখ টাকা। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দৈহিক সম্পর্ক গড়ার পর বিয়ে করতে না চাওয়ার ঘটনায় ওই সালিশ বৈঠক থেকে মনির হোসেন নামে এক প্রতারক লম্পটকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা ধার্য করে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল রোববার দুপুরে নানাখী গ্রামে লম্পট মনির হোসেনের বাড়িতে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এবং সোনারগাঁ থানা পুলিশের উপস্থিতিতে এ সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসী ও ধর্ষিতার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের নানাখী গ্রামের প্রভাবশালী হাজি নুর মোহাম্মদের ছেলে মনির হোসেনের সঙ্গে পঞ্চমীঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমিক মনির হোসেন ওই ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন সময় দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিষয়টি জানাজানি হলে ওই ছাত্রী ও তার পরিবার মনির হোসেনকে বিয়ে করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। বিষয়টি মনিরের প্রভাবশালী পরিবারকে জানালে তারা বিষয়টি কানে তোলেনি। এ নিয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুর রশিদ মোল্লার কাছে বিচার দাবি করে ভুক্তভোগী পরিবার। পরে বিষয়টি মীমাংসার জন্য লম্পট মনির হোসেনের বাড়িতে গতকাল দুপুরে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবদুর রশিদ মোল্লা, সোনারগাঁ থানার এসআই আমিনুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা আলী আকবর, জহিরুল ইসলাম, নূর হোসেন, স্থানীয় বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান মাসুমের উপস্থিতিতে সালিশ বসে।

সালিশে স্কুলছাত্রীর ইজ্জতের মূল্য হিসেবে লম্পট মনির হোসেনকে দোষী সাব্যস্ত করে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

স্কুলছাত্রীর বাবা অভিযোগ করেন, এ ঘটনায় তিনি মামলা দায়ের করতে চাইলে সমাজপতিরা সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিয়ে তাকে সালিশে বসতে বাধ্য করেন। প্রভাবশালীদের চাপে সালিশের রায় মানতে তিনি বাধ্য হন।

সোনারগাঁ থানার ওসি মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।